5201 - এতমিরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ ও এতমিকে সন্তান হসিবেে গ্রহণ করার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

কসোভোর অনকে নাগরকি শরণার্থী হসিবেে আমরেকিাতে প্রবশে করছ। অনকে সময় খ্রস্টিান সংস্থাগুলো তাদরে তত্ত্বাবধানরে দায়ত্বি নয়িে থাক। মুসলমি ভাইদরে কউে কউে এতমিদরে অভভিাবকত্ব নতিে চান: তাদরেকে নজিদেরে বাসায় নয়িে তাদরে সাথে রাখবনে, তাদরে খাবারদাবাররে দায়ত্বি নবিনে। জনকৈ শাইখ বলনে য, এটা হারাম, ইসলামে পালক সন্তান গ্রহণ করা জায়যে নইে। তনিি মানুষকে এতমিদরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করনে না। ইসলাম কি এতমিদরেকে সন্তান হসিবেে গ্রহণ করার অনুমতি দয়ে; এতমিরে নাম পরবির্তন না কর? য এতমিরে দায়ত্বি গ্রহণ করা হল স এতমি কি অভভিাবকত্ব গ্রহণকারীর শশিু হসিবেে ববিচেতি হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সন্তান হসিবেে গ্রহণ করা ও এতমিরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ করার মাঝে বশে কছিু পার্থক্য রয়ছে:

ক. সন্তান হসিবেে গ্রহণ করা: অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একজন এতমিকে নজিরে ঔরশজাত সন্তানরে মত করে গ্রহণ করা। স এতমিকে ঐ ব্যক্তরি ছলেে হসিবেে ডাকা হব, ঐ ব্যক্তরি মাহরাম নারীগণ এই পালক পুত্ররে জন্য হালাল হবে না; পালক পতিার ছলেরো হবে তার ভাই, ময়েরো হবে তার বোন, বোনরো হবে তার ফুফু এভাব। এটি জাহলেী যামানার প্রথা। এমনকি এ ধরণরে কছিু নাম সাহাবীদরে মাঝওে ছলি; যমেন- মকিদাদ বনি আসওয়াদ। যহেতেু তার পতিার নাম ছলি— আমর। কন্তিু, য ব্যক্তি তাকে ছলেে হসিবেে লালনপালন করছেনে তার নামে তাকে ‘বনি আসওয়াদ’ বলা হত।

ইসলামরে প্রথম দকিওে এ প্রথা জারী ছলি। এক পর্যায়ে এক প্রসদ্ধি ঘটনায় আল্লাহ্ পালক-পুত্র গ্রহণকে হারাম করে দনে। যহেতেু যায়দে বনি হারছো কে যায়দে বনি মুহাম্মদ ডাকা হত। যায়দে (রাঃ) যয়নব বনিতে জাহাশ (রাঃ) এর স্বামী ছলিনে এবং তনিি তাকে তালাক দনে।

আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “যখন যয়নব-এর ইদ্দত পালন শষে হল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দে বনি হারছোকে বললনে: যাও; তাকে আমার বয়িরে প্রস্তাব দাও। যায়দে যখন যয়নবরে কাছে এল তখন যয়নব আটার খামরি বানাচ্ছলিনে। যায়দে বললনে: যয়নব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমাকে রাসূলুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠয়িছেনে তোমাকে বয়িরে প্রস্তাব দওেয়ার জন্য। যয়নব বললনে: আমি আমার রবরে কাছে পরামর্শ চাওয়া ব্যতীত

কোন সিদ্ধান্ত নিবি না। যয়নব তখন যায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইত্যবোসরে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে আসলনে এবং যয়নবরে ঘরে প্রবশে করলনে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা নাযলি করনে: "আর স্মরণ করুন, যখন আপনি সে ব্যক্তকিে বলছেলিনে (আপনার পালকপুত্র যায়দে বনি হারছিাকে বলছেলিনে) যার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করছেনে এবং আপনওি অনুগ্রহ করছেনে 'তোমার স্ত্রীকে রখেে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর'। আপনি আপনার অন্তরে একটি কথা (আল্লাহ্র এ সদ্ধিান্তরে কথা য, তনিি যায়দেরে স্ত্রী যয়নবকে আপনার স্ত্রী করে দবেনে) লুকয়িে রখেছেলিনে যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দচ্ছিনে। (এ ক্ষত্রে) আপনি মানুষকে ভয় করছলিনে (অর্থাৎ মানুষরে এ কথাকে ভয় করছলিনে য, মুহাম্মদ পুত্রবধুকে বয়িে করছে), অথচ আপনার ভয় করার কথা তো আল্লাহ্কে। অতঃপর যায়দে যখন তার সাথে (স্ত্রী যয়নবরে সাথে) সম্পর্ক ছন্নি করল তখন আমি তাকে আপনার সাথে ববিাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দলিাম; যাতে (ভবষ্যিতে) পোষ্যপুত্ররা তাদরে স্ত্রীদরে সাথে সম্পর্ক ছন্নি করলে তাদরে ব্যাপারে (তাদরেকে বয়িে করতে) মুমনিদরে কোন বাধা না থাকে। আর আল্লাহ্র আদশে কার্যকর হয়ইে থাকে।"[সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭][সহহি মুসলমি (১৪২৮)]

খ. আল্লাহ্ তাআলা দত্তক গ্রহণ করাকে হারাম করছেনে। কনেনা এতে বংশপরচিয় বলিুপ্ত হয়ে যায়। অথচ আমাদরেকে বংশপরচিয় সংরক্ষণ করার আদশে দওেয়া হয়ছে। আবু যার (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি জনেশেুনে তার পতিাকে বাদ দয়িে অন্য ব্যক্তরি পরচিয় গ্রহণ করল সে কুফরি করল। যে ব্যক্তি নজিকেে এমন কোন কবলিার পরচিয় দয়ে যাদরে সাথে তার সম্পর্ক নইে সে যনে জাহান্নামে তার স্থান করে নয়ে।"[সহহি বুখারী (৩৩১৭) ও সহহি মুসলমি (৬১)]

এখানে কুফরি করার অর্থ হল— সে কাফরেদরে কর্মে লপ্তি হল; এর অর্থ এটা নয় য, সে ইসলাম থকেে বরে হয়ে গলে। কারণ এ কাজরে মাধ্যমে আল্লাহ্ যটোকে হালাল করছেনে সটোকে হারাম করা এবং আল্লাহ্ যটোকে হারাম করছেনে সটোকে হালাল করা হয়ে থাকে।

কনেনা পালক পতিার ময়েদেরেকে পোষ্যপুত্ররে জন্য হারাম করা বধৈ বষিয়কে হারাম করা; যটো আল্লাহ্ হারাম করনেনি। আবার পালক-পতিার মৃত্যুর পর পরত্যিক্ত সম্পত্তরি ভাগ নওেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ যা হারাম করছেনে সটোকে বধৈতা দওেয়া হয়। যহেতেু মরিাছ বা পরত্যিক্ত সম্পত্তি পাওয়ার অধকিার শুধুমাত্র ঔরশজাত সন্তানদরে।

দত্তক গ্রহণ করলে পালকপুত্র ও ঔরশজাত পুত্রদরে মাঝে ববিাদ-বসিম্বাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ এর ফলে ঔরশজাত সন্তানদরে কছিু অধকিার নষ্ট হয়ে সটো এ এতমিরে দকিে চলে যায়; যটো পাওয়ার অধকিার তার নইে। তারা মন থকেে জানে য, এ এতমি তাদরে সাথে হকদার নয়।

পক্ষান্তর, এতমিরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ করা হচ্ছ— এতমিকে নজি সন্তান না বানয়িে নজিরে বাড়ীতে রাখা কংিবা অন্য কারো বাড়ীতে তার ভরণপোষণরে দায়ত্বি নয়ো, তার জন্য এমন কছিুকে হারাম না করা; যা তার জন্য হালাল এবং এমন কছিুকে হালাল না করা; যা তার জন্য হারাম; যমেনটি ঘটে দত্তক হসিবেে গ্রহণ করলে।

বরং আল্লাহ্ তাআলার পরে ইয়াতীমরে অভভিাবক হচ্ছনে একজন দয়ালু অনুগ্রহকারীর ভূমকিায়। তবে এতমিরে অভভিাবককে পালক-পতিার সাথে তুলনা করা যাবে না; এ দুটোর মাঝে সাদৃশ্যতার ভন্নিতা থাকার কারণে এবং এতমিরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ করার প্রতি ইসলাম উদ্বুদ্ধ করার কারণে।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তারা আপনাকে ইয়াতমিদরে সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করে। আপনি বলে দনি 'তাদরে পুনর্বাসনই উত্তম। তোমরা যদি তাদরে সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদরেই ভাই।' আল্লাহ্ জাননে কে অকল্যাণকারী আর কে কল্যাণকারী। আল্লাহ্ চাইলে (এ ব্যাপারে) তোমাদরেকে কষ্টে ফলেতে পারতনে। আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[সূরা বাক্বারা, ২:২২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতমিরে অভভিাবকত্ব গ্রহণকে জান্নাতে সার্বক্ষণকি তাঁর সাথে থাকার কারণ হসিবেে উল্লখে করছেনে। সাহল বনি সাদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমি ও এতমিরে অভভিাবক জান্নাতে এভাবে থাকব: তনিি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দয়িে ইশারা করনে এবং আঙ্গুলদ্বয়রে মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখনে।"[সহহি বুখারী (৪৯৯৮)]

তবে এ বষিয়ে খয়োল রাখা আবশ্যক য,ে এ এতমিগণ যখনই প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখনই তাদরেকে অভভিাবকরে স্ত্রী ও ময়েদেরে থকেে আলাদা রাখতে হব;ে যাতে করে এক দকিরে কল্যাণ করতে গয়িে অপর দকিরে অকল্যাণ না করনে। অনুরূপভাবে এ ক্ষত্রেওে সতর্ক থাকতে হবে য,ে পালতি এতমি ময়ে-েশশিু ও সুন্দরী হতে পার।ে ফলে বালগে হওয়ার আগইে ছলেদেরে কামনার পাত্র হয়ে যতেে পার।ে তাই অভভিাবকরে দায়ত্বি হবে নজিরে ছলেদেরেকে চোখে চোখে রাখা; যাতে করে তারা পালতি এতমিদরে সাথে কোন হারাম কর্মে লপ্তি হতে না পার।ে কারণ এ ধরণরে ঘটনা কখনও কখনও ঘটে থাকে এবং এমন অকল্যাণ ঘটায় যার সুরাহা করা করা দুরূহ।

আমরা আমাদরে ভাইদরেকে এতমিদরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছ।ি এতমিরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ এমন একটি ভাল গুণ যা অতি বরিল; কবেল আল্লাহ্ যাদরেকে দ্বীনদারি, নকেকাজরে প্রতি ভালবাসা এবং এতমি-মসিকীনরে প্রতি সহানুভূতি দয়িছেনে তারা ব্যতীত। বশিষেতঃ কসোভো ও চচেনয়িার ভাইয়রো যে সংকট ও নর্যিাতনরে মুখে রয়ছেনে। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে, তাদরেকে সংকট ও কঠনি পরস্থিতি থকেে মুক্ত করনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।